দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 08 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

ঝিনাইগাতীতে ভুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য!

■ ঝিনাইগাতী (শেরপুর) সংবাদদাতা

ঝিনাইগাতী উপজেলায় ভুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় একটি প্রতারক, সিন্ডিকেট, ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্য চালিয়ে কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। প্রধানমন্ত্রী ২০১২ সালের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার পর স্থানীয় একটি সিন্ডিকেট রাতারাতি ভুয়া কাগজপত্র সৃজন করে নামে-বেনামে প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখিয়ে শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্য শুরু করে। তথাকথিত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫/৭ জন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে নিয়োগকৃত প্রতিজন শিক্ষকের কাছ থেকে নেয়া হয় ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর ওই ঘোষণার পর এ উপজেলায় ৩৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখিয়ে শিক্ষা অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়। আবেদনকৃত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো ভবন নেই। নেই কোনো নিজস্ব জমি। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ভবন ভাড়া করে প্রতিষ্ঠানের নামে দেখানো হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে জমির যে সব দলিলপত্রাদিসহ অন্যান্য কাগজপত্র জমা দেয়া হয়েছে তাও জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। এ সব বিষয় নিয়ে ইতোমধ্যেই এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে উপজেলা শিক্ষা কমিটির বরাবরে লিখিত অভিযোগও করা হয়েছে। শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদনকৃত ৩৯টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ওই প্রতারক সিন্ডিকেট তদবিরের মাধ্যমে প্রথম দফায় ৮টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের অনুমতি লাভ করে। অপেক্ষমাণ ৩১টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যমান আছে কি না তা সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য শিক্ষা অধিদপ্তর উপজেলা শিক্ষা কমিটিকে নির্দেশ দেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু বকর সিদ্দিক বলেন, শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদনকৃত বেসরকারি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ওই সিন্ডিকেটের একই ব্যক্তি। তদন্ত শেষে প্রতারক সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।